ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৪৬ ● কলকাতা ● ০৪ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● সোমবার ● ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

## সেবাশ্রয়ে জটিল স্নায়ুরোগে আক্রান্ত ২ শিশু, চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে বেঙ্গালুরু পাঠালেন অভিষেক

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

একজনের নাম আলমিশা খাতুন, অপরজন নেহা মাঝি। নার্ভের জটিল সমস্যা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে সেবাশ্রয় ক্যাম্পে এসেছিল দুই শিশু। একজন ভুগছে অ্যাসপেকসিয়া রোগে এবং আরেকজনের স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি হয়েছে। ক্যাম্পে সবরকম প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর আরও

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

# কলকাতা থেকেই ফান্ডিং মিলেছে বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদীদের

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

এবার একটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর আপডেট সামনে এসেছে। এই প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার মেটিয়াবুরুজ এলাকা থেকে বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমকে ফান্ডিং দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি, এবিটি সদস্য মিনারুল শেখ এবং মহম্মদ আব্বাস আলিকে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাদা থেকে গ্রেফতার করেছে এস টি এফ।খাগড়াগড় বিস্ফোরণে টাকা পেয়েছিল জেএমবি: তদন্তে জানা গেছে, খাগড়াগড় বিস্ফোরণের সময়ে মেটিয়াবুরুজের অনেক ব্যবসায়ী জেএমবিকে অর্থ সাহায্য করেছিল। এদিকে, গোয়েন্দারা সন্দেহ করেছে যে, ওই এলাকাটি এবিটি প্রচারের জন্য টাকা সরবরাহ করছে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রাসবাদীদের শক্ত

এরপর ৩ পাতায়

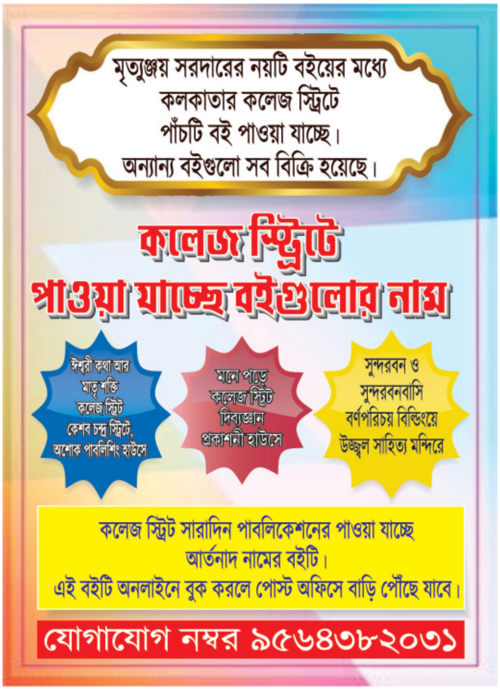

# ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অর্থ বরাদ্দ তৃণমূলের নয় ,সাধারণ মানুষের জয় : দেব

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

**ঘাটাল:** রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের পরেই, প্রথম ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান ডিস্ট্রিক্ট মনিটারিং কমিটির মিটিং শুরু হল রবিবার ঘাটাল টাউন হলে। এদিনের এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন সেচমন্ত্রী মানস রঞ্জন ভূঁইয়া, সেচ দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি মনিষ জৈন, ঘাটাল লোকসভার সাংসদ দীপক অধিকারী,জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদেরি, জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার, ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা ।এবারের রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হবার পর খুব শীঘ্রই শিলান্যাস হবে।মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করবেন বলে জানা গিয়েছে।গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল কমিশন অনুমোদিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রকল্প অনুযায়ী কাজ হবে।২০১৫ সালের সংশোধিত প্রকল্প অনুযায়ী আটটি ব্লকের কথা উল্লেখ আছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান প্রকল্পে।খাল সংস্কার, নদীর জল বহন ক্ষমতা বাড়ানো, সুইস গেট তৈরি, পাম্প হাউস তৈরি হবে।প্রথম পর্যায়ে ৮টি ব্লক এবং দুটি পুরসভা প্রকল্পের অংশ হিসেবে যুক্ত হয়েছে। শিলাবতী নদীতে পাঁচ কিলোমিটার রিটেনিং দেওয়াল ও রেগুলেটর তৈরি হবে। সব মিলিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন এবং দুই মেদিনীপুরের ১৫৭৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা উপকৃত হবে।

এছাড়া ছিলেন বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা এবং সাব কমিটির সদস্যরা।

সাংসদ দেব বলেন, ঘাটালের মাস্টার প্ল্যান রূপায়ন করার শর্তে তিনি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য রাজ্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।তিনি বলেন এই লড়াই তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নয় ঘাটালের মানুষের জয় এবং প্রার্থনার জয়। তিনি সাংসদ হিসেবে মাস্টার প্ল্যানের জন্য যা বলার তা বলেছেন। মাস্টার প্ল্যানের জন্য জমি প্রয়োজন। উপযুক্ত মূল্য দিয়েই জমি নেওয়া হবে বলে তিনি বলেন। এই বিষয়ে কোনো রকম ভাবেই যেন জমি দাতাদের ভুল বোঝানো না হয়। ৮০ র দশকে বামফ্রন্ট সরকারের সেচ মন্ত্রী প্রভাস ঘোষ মাস্টার প্ল্যানের শিল্যানাস করলেও দীর্ঘ কয়েক দশক ধরেও মাস্টার প্ল্যান রূপায়িত হয়নি।

## মোদির হাতে হাতকড়া, উৎফুল্ল ট্রাম্প! কার্টুন আঁকতেই বন্ধ সংবাদপত্রের ওয়েবসাইট

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

হাতে হাতকড়া, পায়ে শিকল। দুষ্কৃতীদের মতো করে ভারতীয়দের দেশে ফেরাচ্ছে আমেরিকা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'বন্ধু' বললেও ভারতীয়দের 'অপরাধী'র মতো করেই ফেরাচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। সেই নিয়ে কার্টুন এঁকে বিপাকে পড়ল একটি তামিল সংবাদপত্র। জানা গিয়েছে, তাদের ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।গোটা ঘটনায় ক্ষিপ্ত তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ‘মতামত প্রকাশের ‘অপরাধে’ সংবাদমাধ্যমগুলিকে যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, সেটা

এরপর ৪ পাতায়

## ভারতবর্ষের উত্তরাধিকারী হিন্দুরাই, পূর্ব বর্ধমানের সভায় বার্তা মোহন ভাগবতের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

ভারতবর্ষের উত্তরাধিকারী হিন্দুরাই, রবিবার পূর্ব বর্ধমানের সভায় এই বার্তা দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। রবিবার পূর্ব বর্ধমানের তালিত সাই কমপ্লেক্সের মাঠের সভায় মোহন ভাগবত বলেছেন, অনেকে প্রশ্ন করেন হিন্দু সংগঠনগুলিকেই কেন আমরা গুরুত্ব দিই।মোহন ভাগবত বলেন, এটাই ভারতের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য যিনি মেনে চলেন, তিনিই প্রকৃত হিন্দু। গোটা দেশের বৈচিত্রকে এক সুতোয় বেঁধে রাখেন হিন্দুরাই। তবে কাউকে আঘাত দেওয়ার মতো কাজ কখনই আমরা করব না। শাসকপক্ষ, প্রশাসন তাদের কর্তব্য পালন করে। দেশের জন্যে কাজ করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।তাদের জন্য আমার উত্তর এটাই যে হিন্দুসমাজই দেশের মধ্যে দায়িত্ববান। আর তাই হিন্দুদের আমরা ঐকবদ্ধ করতে চাই। কারণ হিন্দুরাই ভারতবর্ষের উত্তরাধিকারী।

তিনি আরও বলেন, ভারতের একটি স্বভাব আছে, এবং যারা ভেবেছিল যে তারা সেই স্বভাবের সঙ্গে বাঁচতে পারবে না, তারা নিজেদের আলাদা দেশ তৈরি করেছে। কিন্তু হিন্দুরা গোটা বিশ্বের বৈচিত্রকে আপন করে নিয়েছে। আমরা প্রায়শই বলি বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। কিন্তু হিন্দুরা বোঝে বৈচিত্র্যই আসলে একতা। ভারত মহারাজা বা সম্রাটদের কথা কেউ মনে রাখেনি। সবাই মনে রেখেছেন যিনি ১৪ বছর বনবাসে গিয়েছিলেন তাঁকে।

(১ম পাতার পর)

# কলকাতা থেকেই ফান্ডিং মিলেছে বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদীদের

ঘাঁটি। তিনি জানান, যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুষ্টির রাজনীতির কারণে পশ্চিমবঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে স্বর্গের মতো মনে করেছে। তাই STF এখানে যা আবিষ্কার করেছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এদের শিকড় খুব গভীর এবং উপড়ে ফেলা যায় না। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ বলেছেন যে, তিনি এই বিষয়ে মন্তব্য করবেন না। কারণ এটি তাঁর এখতিয়ারে আসে না।তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, মাটিয়াবুরুজ এলাকা থেকে অর্থ সাহায্য মিলছে।

জানিয়ে রাখি যে, ২ মাস আগে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থেকে আসাম STF-এর হাতে ধরা পড়ে মিনারুল শেখ এবং আব্বাস আলি। পরে ওই সংগঠনের নূর ইসলাম সহ বাংলাদেশি (Bangladesh) নাগরিক শাদ রবি সহ আরও কয়েকজনকে আটক করা হয়। এরপর তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসাবাদ করে STF। পাশাপাশি, STF আধিকারিকরা এটা জানার চেষ্টা করছিলেন যে, এই ক্ষয়প্রাপ্ত সংগঠনটিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ফান্ডিং কোথা থেকে আসছে। এমতাবস্থায়, অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন থেকে একাধিক ই-ওয়ালেট পাওয়া গেছে। ই-ওয়ালেট সূত্রে খবর, এই অ্যাকাউন্টগুলি কেরালার বিভিন্ন ঠিকানায় খোলা হয়েছে। এছাড়াও, মুর্শিদাবাদের ঠিকানাও রয়েছে।

এবিটি মেটিয়াবুরুজ থেকে ফান্ডিং পাচ্ছে: তদন্ত থেকে জানা গিয়েছে যে, কেরালায় কাজ করতে যাওয়া লোকজন মিনারুলের অ্যাকাউন্টে তাদের অর্থের কিছু অংশ পাঠাচ্ছে। এদিকে, S T F আধিকারিকদের সন্দেহ হয়ে এই টাকা শুধু কেরল থেকে আসছে না। তারপরেই জিজ্ঞাসাবাদে নূর জানিয়েছে যে, কলকাতার মেটিয়াবুরুজ এলাকা থেকে তার কাছে টাকা আসত।সেখানে এবিটির প্রতি ঝুঁকে থাকা ব্যক্তিরা অর্থ দিচ্ছে। নূর তদন্তকারীদের জানায়, মিনারুল ও আব্বাস তার নির্দেশে ২০২৪ সালে মেটিয়াবুরুজ এলাকায় গিয়েছিল। সেই এলাকায় এই দুই সন্ত্রাসবাদীর পরিচিত একজন আগে থেকেই রয়েছে। তার সাথে যোগাযোগের পর তারা দুজনেই জানায় যে মুর্শিদাবাদে এবিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে।

মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য টাকা চাওয়া হয়: এমতাবস্থায়, সংগঠনের সদস্যদের বাড়িতে বা কারও বাড়ি ভাড়া নিয়ে মাদ্রাসা গড়ে তোলা হচ্ছে এবং সেখানে প্রশিক্ষণ চলছে। কিন্তু জমি কিনে মাদ্রাসা বানানোর মতো অর্থ তাদের কাছে ছিল না। অন্যদিকে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া নজরদারি রয়েছে। এই কারণে বাংলাদেশ (Bangladesh) থেকে টাকা মিলছে না। তাই, নূরের পরামর্শে মিনরুল একটি প্যাড প্রিন্ট করে। তাতে লেখা আছে মাদ্রাসা নির্মাণে সাহায্য করতে হবে। এদিকে, মিনারুলের পরিচিত ও তার ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী টাকা নিয়ে আলোচনা করে ও তারা রাজি হয়। সূত্রের খবর, সেখান থেকে ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে তারা মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। পরে আরও টাকা আসে।

(১ম পাতার পর)

# সেবাশ্রয়ে জটিল স্নায়ুরোগে আক্রান্ত ২ শিশু, চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে বেঙ্গালুরু পাঠালেন অভিষেক

অত্যাধুনিক চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।অন্যদিকে, দু'বছরের কৃতী মান্নাকে নিয়ে 'সেবাশ্রয়' ক্যাম্পে এসেছিলেন বাবা-মা। শিশুটি জটিল রোগে আক্রান্ত। তাঁকে সুস্থ করে তুলতে যে ইনজেকশনগুলি প্রয়োজন, তা কলকাতায় পাওয়া যায় না বলেই জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। এরপরই তড়িঘড়ি দিল্লির এইমস থেকে ওই ইনজেকশনগুলি তড়িঘড়ি আনানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। কৃতীর যাবতীয় চিকিৎসার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

গত ২ জানুয়ারি থেকে 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি শুরু করেছেন ডায়মন্ডহারহারের সাংসদ। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষা, ওষুধ প্রদান, প্রয়োজনে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে এখান থেকে। ৭৫ দিন ধরে 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি চলবে। এই কর্মসূচির আওতায় ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বিধানসভায় প্রায় ৪০টি জায়গায় স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির চলছে।সূত্রের খবর, আলমিশা নোদাখালির বাসিন্দা। অ্যাসপেকসিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েই পরিবারের সঙ্গে ক্যাম্পে আসে। অন্যদিকে, হুগলির বাসিন্দা নেহা মাঝির শিরদাঁড়ায় সমস্যা হয়েছে। সে কারণে সেবাশ্রয় ক্যাম্পে পরীক্ষা করানোর পর চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে বেঙ্গালুরুর নিমহানস হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দেন ডায়মণ্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ। জানা গেছে, চিকিৎসক সুরজ হালদারকে দুই শিশুর পরিবারকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। তৃণমূল সাংসদই চিকিৎসার সবরকম খরচ বহন করবেন।

কয়েকদিন আগে অভিষেকের উদ্যোগে ৯ বছরের শিশু আলতাফ হোসেন ঘরামির ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে। আলতাফের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। সুস্থ হয়ে উঠছে সে। পরে অসুস্থ আলতাফকে দেখতে হাসপাতালে যান সাংসদ। চিকিৎসক এবং আলতাফের অভিভাবকদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

# নিজের শ্রাদ্ধের দিনে ঘরে ফিরলেন কুম্ভে 'পদপিষ্টে মৃত' গুরু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পদবি গুরু। নিজে সাধু নন, তবে মহাকুম্ভে সাধুসন্তদের আখড়ায় গিয়ে ভুলেছিলেন সময়ের হিসেব। সেই থেকে আর ফেরেননি উত্তরপ্রদেশের খুন্তি। সকলে ধরেই নিয়েছিলেন, মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনায় বাকি আরও অনেকের মতো মৃত্যু হয়েছে তাঁরও। সেই মতো শ্রাদ্ধশান্তির তোড়জোড়ও শুরু করে দিয়েছিলেন পরিজনেরা। এর পরেই প্রকাশ্যে এসেছে আসল রহস্য। জানা গিয়েছে, গত প্রায় ১৩ দিন ধরে 'নিখোঁজ' খুন্তি আসলে মহাকুম্ভে সাধুদের আখড়ায় গঞ্জিকা সেবন করছিলেন! খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসির রোল উঠেছে এলাকায়। তবে সে সবে আপাতত ভ্রূক্ষেপ নেই পরিজনদের। খুন্তির ফেরা নিয়েই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন তাঁরা।কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে শ্রাদ্ধের দিনেই ঘরে ফিরলেন খুন্তি! জানালেন, কুম্ভে সাধুসন্তদের সঙ্গে বসে গঞ্জিকা সেবন করতে গিয়েই বিপত্তি!

প্রয়াগরাজের জ়িরো রোডের কাছে চাচন্দ গলির বাসিন্দা খুন্তি। গত ২৮ জানুয়ারি কুম্ভে যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছিলেন। এর পরের দিনই কুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনাটি ঘটে। তাতে মৃত্যু হয় ৩০ জনের, জখম হন আরও ৬০ জন। সেই থেকে আর বাড়ি ফেরেননি খুন্তিও। পরিজনেরা ভেবেছিলেন, হয়তো পদপিষ্টে মৃতদের তালিকায় খুন্তিও রয়েছেন। সেই মতো ১৩ দিনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছিলেন সকলে। মঙ্গলবার সেই অনুষ্ঠান চলছিল। তখনই হঠাৎ একটি রিকশা এসে দাঁড়ায় খুন্তিদের বাড়ির সামনে। রিকশা থেকে হাসিমুখে নেমে আসেন স্বয়ং খুন্তি। তাঁকে দেখে চক্ষু চড়কগাছ পরিজনদের! তাতে কী? খুন্তি তখন হাসিমুখে বলছেন, ''সাধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়ে সময়ের হিসাব ছিল না! তোমরা এ সব কী করছ?''

## সম্পাদকীয়

### সন্ন্যাসী ভেক ধরে মহাকুম্ভে অভিযুক্ত, 'চোর' ধরতে সাধু সাজল পুলিশও

যৌন হেনস্থার জেরে অপমানে আত্মঘাতী হয়েছিল ছাত্রী। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক পুলিশের চোখে ধুলো দিতে সাধুর বেশে গাঢাকা দিয়েছিল মহাকুম্ভে। সাধুর বেশ ধরেই মহাকুম্ভ থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা গল্পের মতো চোর-পুলিশের এই লুকোচুরির সাক্ষী হল পুণ্যভূমি প্রয়াগরাজ।মহাকুম্ভ থেকে অভিযুক্ত শিক্ষক নিজের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময় পথেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত শিক্ষক ভোপালে একটি বেসরকারি কলেজে এমসিএ পড়ছিলেন। পাশাপাশি, স্কুলেও পড়াচ্ছিলেন।পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, এই ঘটনার সূত্রপাত মধ্যপ্রদেশের ভোপালের সুখী সেওয়ানিয়া গ্রামে। গত ২৫ জানুয়ারি নিজের বাড়িতে বিষ খায় একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী। তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও বাঁচানো যায়নি। মৃত্যুর আগে বাবাকে সে জানায়, স্কুলের এক শিক্ষক যৌন হেনস্থা করেছে তাঁর। মেয়ের মৃত্যুর নেপথ্যে শিক্ষকের হাত রয়েছে জেনে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তার বাবা। সেই মতো ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ।মৃত ছাত্রীর সহপাঠী ও অন্যান্য শিক্ষকদের বয়ান রেকর্ড করার পর যৌন হেনস্থার বিষয়ে নিশ্চিত হন তদন্তকারীরা। এরপর যৌন হেনস্থা ও আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে জানতে পেরে ফেরার হয়ে যান অভিযুক্ত শিক্ষক। বিহারের কৈমুর জেলায় অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়েও খোঁজখবর শুরু করে পুলিশ। সেখানে সূত্র মারফত পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্ত প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে গা ঢাকা দিয়েছেন। নিশ্চিত খবরের ভিত্তিতে কুম্ভে হাজির হয় মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। সাধুর বেশেই তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করেন তদন্তকারীরা।

## আদিশক্তি

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
**(ঊনচল্লিশতম পর্ব)**

কলকাতার কাশীপুর লকগেটের কাছে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত কালীঘাট মন্দির একটি তৈলচিত্র এঁকেছিলেন ইতালীর শিল্পী Gaetano Zancon । শোনা যায়, এই মন্দিরে কেবল রাজা-জমিদার বা ভক্তরাই নন, পুজো দিয়েছেন ইংরেজ সাহেবরাও। একটি মামলা জেতার জন্য একবার মানত করে গিয়েছিলেন একজন সাহেব। তার পর সেই মামলা জেতার পর এই মন্দিরে এসে তখনকার সময়ে তিন হাজার টাকার পুজো দিয়েছিলেন তিনি।
পঞ্জাব ও বার্মা দখলের পরও

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

(২ পাতার পর)

### মোদির হাতে হাতকড়া, উৎফুল্ল ট্রাম্প! কার্টুন আঁকতেই বন্ধ সংবাদপত্রের ওয়েবসাইট

গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই ভালো নয়। বিজেপির স্বৈরাচারী মানসিকতার প্রমাণ এই আচরণ।' সুর চড়িয়েছেন ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝিও। তিনি বলেন, "সংবাদমাধ্যমের মুখ বন্ধ করার অর্থ গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরা। একশো বছর পুরনো ভিকাতানের ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেওয়া মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী। অবিলম্বে ওয়েবসাইটটি পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। আসুন, একজোট হয়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য সরব হই।" যদিও তামিলনাড়ু বিজেপির দাবি, ওই সংবাদমাধ্যম আসলে ডিএমকের মুখপত্র।গোটা বিষয়টিকে ফ্যাসিস্ট আচরণ বলে তোপ দেগেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন।
গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ভিকাতান নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে ওই কার্টুনটি ছাপা হয়। কার্টুন দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে বিজেপি দাবি করে, প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করা হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী এল মুরুগানের কাছে অভিযোগও জানায় গেরুয়া শিবির। তারপর থেকেই ওই সংবাদপত্রের ওয়েবসাইট খোলা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। কেন ওয়েবসাইট বন্ধ করা হল, সেই নিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য মেলেনি। সংবাদপত্রের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে তারা দীর্ঘদিন সওয়াল করেছে। ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে তারা মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

### শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

স্বয়ম্ভরের নিয়ম ছিল একটি হাতি সভায় উপস্থিত যার গলায় মাল্যদান করবে, সেই হবে রাজার জামাই। কার্তিকের বন্ধু তো সভায় বসে ছিল, হঠাৎ হাতিটা এসে তার গলায় মালা পরিয়ে দেয়। অবাক বন্ধুটা বুঝতে পারে ষোল সোমবারের মহিমা। তার সাথে রাজার মেয়ের বিয়ে হয় এবং রাজা তাকে প্রচুর ধনসম্পত্তিও দেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# অবৈধ নথি হাতে বাংলায় প্রবেশ, বালুরঘাট ছাড়ার আগেই গ্রেপ্তার বাংলাদেশি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

**বালুরঘাট:** ট্রেনে চড়ে বালুরঘাট ছাড়ার আগেই জিআরপি-র হাতে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি। ধৃত শাকিল মিঞা নামে ওই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী কি উদ্দেশ্যে কোথায় যচ্ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবার ধৃতকে বালুরঘাট জেলা আদালতে তোলা হয়।বালুরঘাট জিআরপি থানার এসআই রতন সরকার জানান, সন্দেহভাজনকে পুরো স্টেশনে ঘুরতে দেখা যায়। জিজ্ঞাসাবাদ করতে কখনও কলকাতা আবার কখনও দিল্লি যাবে বলে জানাচ্ছিল। হিলির সীমান্তের চোরাপথ দিয়ে অনুপ্রবেশের কথা জেরায় শিকার করে। আরও তথ্য জানতে তাকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুরের তিনদিক জুড়ে ২৫২ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া। যার মধ্যে ৪০ কিলোমিটার এলাকায় নেই কাঁটাতার। কোথাও গাছে ডাল আবার কোথাও বাঁশের বাখারি

দিয়ে অস্থায়ীভাবে ঘেরা। এই সীমান্তগুলি দিয়েই স্থানীয় অসাধু চক্রের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করে বাংলাদেশিরা। অসাধু চক্রের আশ্রয়েই থাকে তারা। এমনকি ওই বাংলাদেশিরা জাল আধার কার্ড-সহ অন্যান্য নথিও তৈরি করে। সম্প্রতি হিলি থেকে অসাধু চক্রের পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চক্রের অন্যান্য সদস্যদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।বালুরঘাট জিআরপি থানা সূত্রে খবর, বাংলাদেশের গাজিপুরের কাপাসিয়া থানা এলাকার বাসিন্দা শাকিল।গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বিএসএফের নজর এড়িয়ে হিলি সীমান্তের কাঁটাতারবিহীন এলাকা দিয়ে সে হিলিতে পৌঁছয়। এরপর হিলির কোনও গোপন আস্তানায় ছিল সে। শনিবার রাতে ধৃত বালুরঘাট স্টেশনে পৌঁছয়। রাতে কলকাতা অথবা দিল্লিগামী কোনও ট্রেনে ওঠাই উদ্দেশ্য ছিল তার। তাতেই সন্দেহ হয় নজরদারিতে থাকা জিআরপির। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকে সে। তাতেই অবৈধ অনুপ্রবেশের কথা জানতে পারে পুলিশ।

## দিল্লি পদপিষ্ঠ কাণ্ডে এবার টাকার ঝুলি নিয়ে সরকার

**বেবি চক্রবর্ত্তী : দিল্লী**

যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে তার কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না। তবুও সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার একটা রীতি আছে। এক্স পোস্টে মোদী লেখেন, নিউ দিল্লি রেলস্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় বিচলিত। যারা প্রিয়জনকে হারালেন, তাদের সমবেদনা। আহতদের দ্রুত সুস্থ্যচা কামনা করে মোদী লেখেন, প্রশাসন সকলের পাশে রয়েছে। এক্স পোস্টে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও। দিল্লি রেলস্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত্যুমিছিল। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮।এবার সামনে এলো ক্ষতি পূরণের হিসাব। ক্ষতি পূরণ দেবে রেল। পদপিষ্ট হয়ে মৃতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। আহতদের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যারা অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন, তাদের জন্য ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে সরকার। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-ও। রেলমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন অমিত শাহ। দিল্লির উপরাজ্যপাল ও পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে যাবতীয় সাহায্যের নির্দেশ দেন তিনি। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান শাহ ও রাজনাথ।

## আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

**Emergency Contacts**
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

**Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors**
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

**Administrative Contacts**
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

**Contacts of Railway Stations & Banks**
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

## রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 02 ভারত মেডিকেল হল | 03 সপ্না মেডিকেল হল | 04 ভারত মেডিক্যাল হল | 05 ঘোষ মেডিকেল | 06 ঔষধ ঘর |
| 07 আরোগ্য মেডিক্যাল | 08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী | 11 সিনহা মেডিকেল হল | 12 গোকুল ফার্মেসী |
| 13 ঔষধ ঘর | 14 সৌভিক ফার্মেসি | 15 নির্মলা মেডিকেল হল | 16 মাতৃ ফার্মেসী | 17 ইউনিক ফার্মেসী | 18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি |
| 19 ঘোষ মেডিকেল | 20 সৌভিক ফার্মেসি | 21 আরোগ্য মেডিকেল | 22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 23 শোভা মেডিকেল হল | 24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার |
| 25 সিনহা মেডিকেল হল | 26 ঘোষ মেডিকেল | 27 মাতৃ ফার্মেসী | 28 সৌভিক ফার্মেসি | 29 নির্মলা মেডিকেল হল | 30 মাতৃ ফার্মেসী |

# ট্রাম্পের কাছে গিয়েও কিছু করতে পারেনি', মোদিকে ব্যঙ্গ মোল্লা ইউনূসের

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

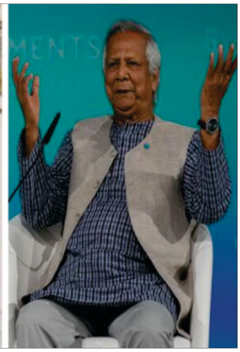

**ঢাকা:** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর ওই বৈঠক নিয়েই মোদিকে ব্যঙ্গ করলেন পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার পোষ্যভৃত্য মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ফরেন সার্ভিস আকাদেমিতে দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।এদিন দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐক্যমত গড়ে তুলতে সেগুন বাগিচার ফরেন সার্ভিস আকাদেমিতে বৈঠকে বসেছিলেন মোল্লা ইউনূস। ওই বৈঠকেই ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তিনি। মোদিকে ব্যঙ্গ করে বলেন 'সরকারের পথচলায় বাধা সৃষ্টি করতে একটি পক্ষ ট্রাম্পের কাছে গিয়েও সুবিধা করতে পারেনি। যত ছোট-বড়, মাঝারি ও ধনী রাষ্ট্র-সবাই আমাদের পক্ষে। কারও কোনও দ্বিধা নেই। সে কারণে ভারত সুবিধা করতে পারছে না। পদে পদে তারা ব্যাহত হচ্ছে। বহুবার প্ররোচনা করেও গল্প বিশ্বাসযোগ্য করতে পারছে না তারা। শেষ পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে অপপ্রচার চালাতে গিয়েও পারেনি তারা।' অন্তবর্তী সরকারের তৈরি করে দেওয়া প্রতিবেদন হুবহু নকল করে রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সংস্থার প্রধান ভলকার টুর্ক প্রকাশ করাতেও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ইউনূস। তাঁর কথায়, 'আমরা যে রিপোর্ট তৈরি করে দিয়েছি, সেই রিপোর্ট হুবহু প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। এটা আমাদের বড় জয়। শেখ হাসিনাকে খতম করতে রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সংস্থার প্রধান যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তা কোনও দিনই ভুলব না।'ওই বৈঠকেই ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির বৈঠককে ব্যঙ্গ করে মোল্লা ইউনূস বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের পথচলায় বাধা সৃষ্টি করতে একটি পক্ষ (পড়ুন নরেন্দ্র মোদি) ট্রাম্পের কাছে গিয়েও সুবিধা করতে পারেনি।' রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, 'মোদিকে ব্যঙ্গ করে রাজনৈতিক শিষ্টাচারের সব সীমা লঙ্ঘন করেছেন 'রাজাকার' ইউনূস। কোনও দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অন্য কোনও দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেন না।'গত ৫ অগস্ট সেনা বিদ্রোহের মুখে দেশ ছেড়ে দিল্লিতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। আর বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরেই অবৈধভাবে বাংলাদেশে আন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে ক্ষমতা দখল করেছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যাকারী পাক সেনাদের দোসর তথা কুখ্যাত রাজাকার মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস। আর ক্ষমতায় বসেই পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের নির্দেশে ভারত বিদ্বেষ ছড়ানো শুরু করে দিয়েছে। ভারতে নাশকতা চালাতে হিযবুত তাহরী, আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের মতো কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠনের উপরে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতে জঙ্গিদের অস্ত্র সরবরাহকারী লুৎফুজ্জামান বাবরকেও জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে মুছে ফেলছেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-সহ মুক্তিযুদ্ধের নায়কদের নাম।

## আয়োজিত হয়ে গেল ওপেন অল ইন্ডিয়া কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ

**মো. জহির, কলকাতা**

ফুনাকোশি শোতোকান কারাতে অর্গানাইজেশন পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ বেঙ্গল ওপেন অল ইন্ডিয়া কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ আয়োজিত হয়ে গেল। সংগঠনের পরিচালক ও সভাপতি হানাশি হাসান এম ইসমাইল বলেন, প্রতিভারা চ্যাম্পিয়নশিপে তাদের দক্ষতা দেখিয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে কারাতে তে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এই সময়, যারা ভালো পারফর্ম করেছে তাদের পুরস্কৃত করা হল। উক্ত অনুষ্ঠানে, টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর কিয়োশি কে হরি, শিহান তন্দ্রা হরি, সেনসেই অজয় হরি এবং সেনসেই সঞ্জিত হরি কারাতে-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

## জীবনতলা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও এক

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

জীবনতলা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও এক। ফলে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫। ধৃতের কাছ থেকে ডবল ব্যারেল আগ্নেয়াস্ত্র ও চারটি ফ্যাক্টরি মেড কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে। আর এই কার্তুজের খোলসেই লুকিয়ে আসল রহস্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার ইশ্বরীপুর এলাকায় অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশের এসটিএফের বিশেষ টিম। তদন্তকারীরা শুক্রবার রাতে হাজি রশিদ মোল্লার বাড়িতে হানা দেন। বাড়ির ভিতর অভিযান চালাতেই বেরিয়ে পড়ে ওই বিপুল পরিমাণ কার্তুজ। বাড়ির মালিক-সহ আরও তিন ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়। বাকিরা হলেন হাসনাবাদের বাসিন্দা বছর চল্লিশের আশিক ইকবাল গাজি, পঁয়তাল্লিশ বছরের আবদুল সেলিম গাজি ও শান্তিপুরের জয়ন্ত দত্ত। ধৃত জয়ন্ত দত্ত আবার বিবাদী বাগের লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্র বিপণিতে কর্মরত। তদন্তকারীদের সন্দেহ, অর্থের বিনিময়ে ওই বিপণি থেকে অস্ত্র পাচার করত জয়ন্ত। সন্দেহের নিরসন করতে শনিবার ওই বিপণিতে হানা দেয় পুলিশ। অভিযান চালিয়ে রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করা হয়।বসিরহাট থেকে ফারুক মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।জানা গিয়েছে, বেঙ্গল এসটিএফের হাতে ধৃত হাজি রশিদ মোল্লার কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কিনেছিল ফারুক। তার কাছ থেকে সেই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এসটিএফ মনে করছে, উদ্ধার হওয়া কার্তুজগুলো অন্য কোনও লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান থেকে কেনা। অর্থাৎ রাজ্য এসটিএফ মনে করছে, শুধু বিবাদী বাগের এই বিপণি-ই নয়, আরও একাধিক বিপণির যোগ আছে এই 'অস্ত্র ভাণ্ডারে'র সঙ্গে।

সূত্রের দাবি, ফারুকের কাছে যে চারটি কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে সেগুলি 'ফ্যাক্টরি মেড'। যা বিবাদী বাগ বিপণির নয় বলে জানা যাচ্ছে। তাহলে অন্য কোনও বিপণি থেকে নেওয়া হল খোঁজ নিচ্ছে এসটিএফ। উল্লেখ্য, শহরজুড়ে আট থেকে নটি বিপণি রয়েছে। সুতরাং এই কার্তুজ কোথা থেকে কেনা হয়েছে, নাকি সরাসরি ফ্যাক্টরি থেকে পাচার করা হয়েছিল কার্তুজ, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

# সিনেমার খবর

## যে কারণে গরুর মাংস ছুঁয়েও দেখেন না সালমান খান

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জনপ্রিয় অভিনেতা বলিউড সুপারস্টার সালমান খান। তবে ধর্ম ও রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবেই তাঁকে অবস্থান পরিষ্কার স্পষ্ট করতে হয়। এমনই এক পরিস্থিতিতে সালমান দাবি করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী হলেও গরুর মাংস ছুঁয়েও দেখেন না তিনি। নিজেকে 'সর্বধর্ম সমন্বয়ে' বিশ্বাসী বলে দাবি করেন সালমান।

এক সাক্ষাৎকারে সালমান খান জানিয়েছেন, কেন তিনি গরুর গোশত খান না। তিনি বলেন, হিন্দু ধর্মে যেমন গরুকে মা হিসেবে পূজা করা হয়, তেমনই তাঁর কাছেও মায়ের মতোই।

তাঁকে ওই সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়েছিল সালমান খান কী খেতে পছন্দ করেন? এর উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি বিফ (গরুর মাংস) এবং পর্ক (শুয়োরের মাংস) ছাড়া সবকিছু খাই। গোমাতা তো আমাদের মা। আমি বিশ্বাস করি, সেই অর্থে আমারও মা। আসলে আমার নিজের মা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আর বাবা মুসলিম। এ দিকে আমার আরেক মা হলেন খ্রিষ্টান। আমার মায়ের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকি আমি। আমার কাছে সব ধর্মই সমান। প্রত্যেকেরই উচিত সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করা।'

এরপরই সালমান খান বলেন, 'আমাকে সব ধর্মের মানুষই বলতে পারেন। আমার বাড়িটাই এক টুকরো হিন্দুস্তান।'

একাধিকবার নিজের পদবির জেরে 'দেশদ্রোহী' খোঁটা খেতে হয়েছে সালমান খানকে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সিনেমায় তাঁর অবদান ভুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পর্যন্ত তাকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে—'পাকিস্তানে চলে যান।' এরপরও বারবার আন্তর্জাতিকভাবে গর্বের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন সালমান। কখনো সিনেমার মাধ্যমে সকল ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছেন, আবার কখনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা খুলে দুস্থদের সাহায্য করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আদতে মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী। তাঁর বাড়িতে যেমন ঘটা করে গণেশ চতুর্থী, দিওয়ালি পালন হয়, তেমনই ঈদ উদ্‌যাপন হয়।

গত বছরের পুরোটা জুড়েই সালমান পরিবারের বেশ আতঙ্কে কেটেছে। প্রথম দিকে গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হামলা। এরপর মাসখানেক ধরে খুনের হুমকি। তবে এর মধ্যেই কড়া নিরাপত্তায় চালিয়ে যাচ্ছেন শুটিং। সর্বশেষ 'সিকান্দার' এর পর মেগা বাজেটের দক্ষিণী সিনেমার অভিনয় করবেন তিনি।

## অভিনয়কে বিদায় জানালেন অমিতাভ?

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন। ৮২ বছরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন শোবিজ অঙ্গন। সিনেমা থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া, দর্শক-অনুরাগীদের মন জয় করে চলেছেন প্রতি মুহূর্তেই।

অমিতাভ সবসময়ই সামাজিক মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে সংযোগ রাখার চেষ্টা করেন। তার জীবনের নানা মুহূর্তও ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেন। এমনকী ভক্তদের নিজের শারীরিক আপডেটও দিয়ে থাকেন। তবে এরই মধ্যে এক রহস্যজনক

পোস্ট নিয়ে উদ্বেগে পড়ে গেছেন তার ভক্তরা।

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট দেন। শুক্রবার রাতে দেওয়া সেই পোস্টও ভাইরাল। অমিতাভ সেই পোস্টে লিখেছিলেন, 'টাইম টু গো' অর্থাৎ 'এখন যাওয়ার সময়।'

কিন্তু কেন এ ধরনের পোস্ট, তা নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগে পড়ে গেছেন অমিতাভের ভক্তরা। অনেকে তার শারীরিক অবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তবে অধিকাংশই মনে করেছেন, হয়তোবা শোবিজ অঙ্গন ছেড়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। তবে ভক্তদের বিশ্বাস অভিনেতা যে সিদ্ধান্তই নেন না কেন, তার ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। শুধু তাই নয়, সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপই নেবেন শাহেনশাহ।

## প্রিয়াঙ্কার ভাইয়ের 'বিয়েতে না গিয়ে প্রতিশোধ', ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট পরিণীতির

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চাচাতো বোন পরিণীতি চোপড়ার বিয়েতে উপস্থিত হতে দেখা যায়নি প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে। যা নিয়ে ব্যাপক চর্চা হয়! তখন প্রিয়াঙ্কার মা মধু চোপড়া জানিয়েছিলেন, 'মেয়ে-জামাই কাজে ব্যস্ত, তাই আসতে পারেনি।'

জানা যায়, তখন নিক জোনাসের কনসার্ট ট্যুর থাকলেও বিয়ের দিন কোনও অনুষ্ঠানই ছিল না। তারপরও

তাদের সেদিন পরিণীতির বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। এদিকে প্রিয়াঙ্কার ভাই সিদ্ধার্থের বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেলেও দেখা পাওয়া গেল না পরিণীতি চোপড়া কিংবা জামাই রাঘব চাড্ডাকে।

ভাই সিদ্ধার্থের বিয়েতে শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামীকে নিয়ে যখন ব্যস্ত প্রিয়াঙ্কা, তখন দূর থেকেই ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট দিয়েছেন পরিণীতি। লিখেছেন, 'আমাদের হাতে অতিরিক্ত সময় নেই। তাই যারা তোমাকে বেছে নেবে, তাদেরই বেছে নাও, আর বাকিদের তাদের মতো থাকতে দাও।'

এমন পোস্টেই চোপড়া সিস্টার্স-এর দ্বন্দ্বের গন্ধ পেয়েছে নেটপাড়ার একাংশ। কারণ, পরিণীতির বিয়েতে নিক-প্রিয়াঙ্কা না এলেও আম্বানিদের ছোটছেলের বিয়েতে এসে নেচে-গেয়ে মজা করেছিলেন। সেই ছবিও ভাইরাল হয়েছিল নেটপাড়ায়।

# মেক্সিকোর ক্লাবে যোগ দিলেন রামোস

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

ক্যারিয়ারের নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদের কিংবদন্তি ডিফেন্ডার সার্জিও রামোস। রামোস এক বছরের চুক্তিতে যোগ দিয়েছেন মেক্সিকোর ক্লাব মন্তেরেইতে।

রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে পিএসজি হয়ে সেভিয়া গিয়েছিলেন রামোস। গত জুনে সেভিয়া ছাড়েন রামোস। এরপর নানা গুঞ্জন ওঠে। এমনকি জানা যায় রিয়ালে ফিরবেন তিনি অথবা ক্যারিয়ার শেষের পথে হাঁটবেন। কিন্তু সব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

২০০৫ সালে রিয়ালে যোগ দেওয়া এই তারকা দলের গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য ছিলেন। দায়িত্ব পান অধিনায়কত্বেরও। ক্লাবটির হয়ে জেতেন পাঁচটি লা লিগা, চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও চারটি ক্লাব বিশ্বকাপ। সর্বমোট ২২টি শিরোপা জেতেন তিনি। ২০২১ সালে রিয়াল ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন রামোস। সেখানে দুই বছর কাটান। জেতেন দু'টি লিগ শিরোপা। পরে ফিরে আসেন সেভিয়াতে। সেখানে খুব বেশি সময় কাটাননি। এবার যোগ দিয়েছেন মেক্সিকোর ক্লাবে। রিয়ালের এই কিংবদন্তিকে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে মন্তেরেই।

বিবৃতিতে তারা জানায়, 'বিশ্ব ফুটবলের ঐতিহাসিক এক ডিফেন্ডার, রিয়াল মাদ্রিদ ও পিএসজির হয়ে অনেক শিরোপাজয়ী, স্পেনের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার, মন্তেরেই ফুটবল ক্লাবে স্বাগত। আপনার নেতৃত্ব, মান ও জয়ী মানসিকতা এই নীল-সাদা জার্সিকে নিয়ে যাবে নতুন উচ্চতায়।'

## টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী রোহিতরা পেলেন বিশেষ আংটি

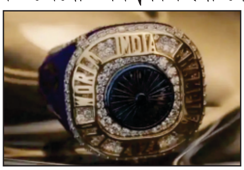

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

আমেরিকার বাস্কেটবল এবং ফুটবল লিগকে অনুকরণ করলো ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারদের দেওয়া হল বিশেষ ধরনের আংটি।

গত ১ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের এক অনুষ্ঠানে ক্রিকেটারদের হাতে সেই আংটি তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে শুক্রবার (৭ ফেব্রুয়ারি) তা প্রকাশ্যে এসেছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড একটি ভিডিও পোস্ট করে আংটি দেওয়ার বিষয়টি জানিয়েছে।

গত বছর জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। সেই দলের প্রত্যেক সদস্য এবং সাপোর্ট স্টাফকে আংটি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি আংটির উপরে রয়েছে অশোকচক্র। ক্রিকেটারদের নামও খোদাই করা রয়েছে। আংটি তৈরি হয়েছে সোনা এবং হিরে দিয়ে। আকর্ষণীয় নকশা রয়েছে গোটা আংটিতেই। উপরে 'ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন্স' শব্দ দু'টি খোদাই করা রয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন দলকে আংটি দেওয়ার রীতি রয়েছে আমেরিকায়। দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রথা চলে আসছে। বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের আংটি দেওয়া হচ্ছে ১৯৪৭ সাল থেকে। আমেরিকার ফুটবল লিগে 'সুপার বোল' যে দল জেতে তাদের সদস্যদের আংটি উপহার দেওয়া হয়। তবে সবার আগে এই রীতি শুরু করেছিল বেসবল লিগ। এখনও প্রতিটি লিগে এই রীতি চলে আসছে।

উল্লেখ্য, গেল বছরের জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়েছিল ভারত।

## সিটির চ্যাম্পিয়নস লিগের স্কোয়াডে রদ্রি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বের জন্য দলে পরিবর্তন এনেছে ম্যানচেস্টার সিটি। চোট থেকে সেরে ওঠার লড়াইয়ে থাকা অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার রদ্রিকে স্কোয়াডে রেখেছে তারা। রেয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে শেষ ষোলোর প্লে অফে অবশ্য খেলতে পারবেন না তিনি।

২০২৪ সালে ব্যালন ডি'অর জয়ী রদ্রি সেপ্টেম্বরে এসিএল ইনজুরির পর থেকে আর মাঠেই নামেননি। তারপর থেকে অনুমান করা হচ্ছিল হয়তো এই মৌসুমে আর খেলা হবে না তার। তবে স্কোয়াডে নতুন করে তার অন্তর্ভুক্তিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোনও এক পর্যায়ে এই মিডফিল্ডারের খেলার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

২২ সদস্যের স্কোয়াডে নতুন চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দেরও রাখা হয়েছে। তারা হলেন-ওমার মারমুশ,আবদুকুদির খুসানভ ও নিকো গঞ্জালেস।

শেষ ষোলোর প্লে-অফে আগামী মঙ্গলবার ইতিহাদে লা লিগা জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে সিটি। বার্নাব্যুতে দ্বিতীয় লেগ হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। এই দুই লেগে অবশ্য রদ্রির খেলা হচ্ছে না। যেহেতু এখনও সুস্থ হওয়ার লড়াইয়ে আছেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 & 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR